তোমরা হকের ওপর নির্ভীকভাবে দাঁড়িয়ে থাকো

শামসুন্নাহার নিজামী

ফিরে তাকাই অতীত ইতিহাসের দিকে। ঘটনাটি আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) শেষ সময়ের সাথে সম্পর্কিত। ঘটনাটি ছিল তার মা আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) এর ব্যাপারে।

তখন মক্কা অবরোধ চলছে। উমাইয়া খলিফা ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়া- এর পরবর্তী সময়ে আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান ক্ষমতা সুসংহত করতে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে মক্কায় পাঠান। উদ্দেশ্য আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) কে দমন করা।

যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে আব্দুল্লাহ রা. বুঝতে পারেন যে তার শহীদ হওয়ার প্রায় নিশ্চিত । তখন তিনি তার বৃদ্ধ মাতা আসমা রা. এর কাছে যান শেষ পরামর্শ ও বিদায় নিতে। আসমা রা. তখন প্রায় অন্ধ ও অত্যন্ত বৃদ্ধ। আব্দুল্লাহ রা. বলেন, *"মা, মানুষ আমাকে ছেড়ে গেছে। আমি কি আত্মসমর্পণ করব, নাকি লড়াই চালিয়ে যাব?"*

আসমা রা. দৃঢ় কন্ঠে বললেন , *" হে আমার ছেলে তুমি নিজে ভালো জানো তুমি সত্যের উপর আছো কিনা । যদি সত্যের উপরে থাকো তাহলে এর উপর দৃঢ় থাকো মিথ্যার কাছে আত্মসমর্পণ করো না ।"*

আব্দুল্লাহ রা. বললেন, *" মা আমি আশঙ্কা করছি তারা আমাকে হত্যা করবে । লাশ বিকৃত করবে ।"*

আসমা রা. উত্তর দিলেন, *" মৃত্যুর পর শরীরের উপর যা-ই করা হোক, তা কোন ক্ষতি করতে পারবে না । সত্যের পথে থাকো ।"*

তিনি আরোও বললেন, *" তুমি তো জানো, জবাই করা হলে ছাগলের চামড়া ছড়ালে সে কষ্ট পায় না ।"*

এই কথা শুনে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের দৃঢ় চিত্তে যুদ্ধ চালিয়ে যান এবং শেষ পর্যন্ত শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেন ।

এই ঘটনাটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় সত্য-মিথ্যা সংগ্রামের ইতিহাস। বাংলাদেশের বর্তমানে শাসন ক্ষমতায় বিএনপি। সংসদের ২/৩ (Two third) মেজরিটি নিয়ে তারা দেশ চালাচ্ছে । আইন প্রণয়ন করছে ।

তারা ক্ষমতায় এসেছে জুলাইয়ের শহীদদের রক্তের উপর দিয়ে। ক্ষমতায় এসেই তারা জুলাইয়ের সনদ এবং গণভোট অস্বীকার করেছে । যদিও জুলাই সনদ বাতিলের কথা মুখে অস্বীকার করেছে, কিন্তু বাস্তব অবস্থা এর বিপরীত । এর মধ্যেই অন্তবর্তী সরকারের 'বিচার বিভাগের স্বাধীনতা' সম্পর্কিত এবং 'গুম কমিশন' অধ্যাদেশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বাতিল করে দিয়েছে । এখন সরকারের কথায় বিচার বিভাগ পরিচালিত হবে । যা অতীতে আমরা স্বৈরশাসকের আমলে দেখেছি ।

এর পরে শুরু হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রদলের তাণ্ডব । এটাকে শিবির-ছাত্রদলের সংঘাত বললেও এই দুই ছাত্র সংগঠনকে বিশ্ববাসী বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষ চেনে । এই চেনার প্রতিফলন ঘটেছিল বিগত দিনে সব কটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি দলের ভূমিধ্বস বিজয় এবং অন্য একটি দলের শোচনীয় পরাজয়ের মাধ্যমে। বিজয় পেয়ে শিবিরের গণমুখী এবং ছাত্রবান্ধব কর্মকান্ডও কারো অজানা থাকার কথা নয়।

ক্ষমতাসীন দল মাত্র ২ মাস কাল ক্ষমতা এসেছে। তাদের সার্বিক ব্যর্থতা চাপা দিতে এবং জনগণের দৃষ্টি ভিন্ন দিকে ঘুরাতে কি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এই অরাজকতা?

দেখলাম,ছাত্রদল থানার মধ্যে মধ্যে যেয়েও শিবিরকে আক্রমণ করছে আবার বলছে, আমরা প্রচলিত আইনের অধীনে বিচার চাই। ঠিকই বলছে, কারণ আইন তো তাদের হাতে। বিচার বিভাগ ও আইন তো তাদের হাতেরই ক্রীড়ানক ।

আমরা ১৯৮৬ সালের, ১৯৯১ সালের, ২০০১ সালের ইতিহাস ভুলে যাই নি । ভুলে যাই নি তৎকালীন ১৯৯১ সালের পার্লামেন্ট (বদরুদ্দোজা চৌধুরী) BNP-র শিক্ষামন্ত্রীর বিবৃতি । সেদিন আমি গ্যালারিতে দর্শক হিসেবে বসে ছিলাম । শহীদ মতিউর রহমান নিজামী সংসদ সদস্য । মাথায় ব্যান্ডেজ বাধা অবস্থায় সংসদ উপস্থিত ছিলেন, কারণ তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস বিরোধী এক মিটিংয়ে হামলার শিকার হন । তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী বিবৃতির পুরাটাই ছিল শিবিরের পক্ষে আর তার নিজ দলের ছাত্রদের বিপক্ষে ।

তাই আমি বলব, আমার ছেলেরা তোমরা হকের ওপর নির্ভীকভাবে দাঁড়িয়ে থাক । আমরা তোমাদের সেই মা যেই মা আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরকে শক্তি সাহস যুগিয়েছেন । আমরা মায়েরা আসমা বিনতে আবু বকরের সুরে সুর মিলিয়ে বলতে চাই, *"তুমি আমার দুনিয়া বরবাদ করেছো, আমরা তোমার আখিরাত বরবাদ করবো ।"*

২৪.০৪.২০২৬ ইং